দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 15 JAN 2003
পৃষ্ঠা 2 ... কলাম 8

চট্টগ্রাম শিক্ষা বোর্ডের বিরুদ্ধে শুরু থেকেই দুর্নীতির বহু অভিযোগ

চট্টগ্রাম অফিস ঃ চট্টগ্রাম মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের কতিপয় কর্মকর্তা-কর্মচারীর (২য় পৃঃ ১-এর কঃ দ্রঃ)

চট্টগ্রাম শিক্ষা

(প্রথম পৃঃ পর)

দুর্নীতি, অনিয়ম ও অবহেলার কারণে চট্টগ্রাম শিক্ষা বোর্ডের ফলাফল প্রকাশে বড় রকমের দুর্নীতি ও অনিয়ম ধরা পড়েছে। এদের কারণে দুর্নীতিবাজ কিছু চিহ্নিত শিক্ষক বিভিন্ন বিষয়ে প্রধান পরীক্ষকের দায়িত্ব পান। এমনকি নির্দিষ্ট বিষয়ে পর্যাপ্ত যোগ্যতা না থাকা সত্ত্বেও পরীক্ষক নিয়োগের অভিযোগ রয়েছে। চট্টগ্রাম শিক্ষা বোর্ডের বিভিন্ন পদে কলেজ থেকে ডেপুটেশনে আসা সরকারী কলেজের শিক্ষকদের অনেকের প্রশাসনিক দক্ষতা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। তারা বিভিন্ন সময় মন্ত্রণালয়, সরকারী দলের নেতৃবৃন্দ এমনকি বোর্ডের প্রভাবশালী কর্মচারী নেতাদের বদৌলতে দায়িত্ব পালন করে আসছে।

বিভিন্ন সময় পরীক্ষার ফলাফল জালিয়াতির ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট স্কুল, কলেজ, শিক্ষক কিংবা ছাত্রদেরকে দোষী সাব্যস্ত করে শাস্তি দেয়া হলেও বোর্ডের সংশ্লিষ্ট কোন কর্মকর্তা-কর্মচারীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের তেমন নজীর দেখা যায়নি। তাই দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তা-কর্মচারীরা অপরাধমূলক এসব কর্মকাণ্ড নির্দ্বিধায় চালিয়ে যাচ্ছে।

চট্টগ্রাম শিক্ষা বোর্ড প্রতিষ্ঠার দু'বছরের মাথায় বোর্ডের কতিপয় কর্মকর্তার সহায়তায় ১৯৯৮ সালে এইচএসসি পরীক্ষায় মেধা তালিকায় প্রথমসহ দু'টি স্থান পরিবর্তন করা হয়েছিলো। চট্টগ্রাম ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজের দু'পরীক্ষার্থীর খাতা বদলের মাধ্যমে মেধা তালিকায় স্থান করিয়ে দেয়া হয়। গত এইচএসসি পরীক্ষায় (২০০২) টেকনাফ কলেজেও একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটে। একজন ভাল, ছাত্রের ৫টি খাতা বদল করে অন্য এক খারাপ ছাত্রকে পাস করিয়ে দেয়া হয়। একই সনে কক্সবাজার কলেজের ইংরেজী বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক নুরুল হক প্রধান পরীক্ষক হিসেবে অর্থের বিনিময়ে পরীক্ষায় ফেল করা এক ছাত্রের নম্বর বাড়িয়ে দেয়। যা ইতিমধ্যে প্রকাশ হয়ে পড়ে।